পরিপূর্ণ শারয়ি পর্দা

শাইখ ইউসুফ আল হাজ আহমাদ

সুকুন পাবলিশিং

সূচিপত্র

প্রকাশকের কথা ৭

অনুবাদকের কথা ৯

হে আমার মেয়ে ১৩

হে ঈমানি কাননের কুসুমকলি! ২৩

হিজাব-বিরোধী আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র ৩৩

হিজাবের আকৃতি ৪১

আমার অঙ্গীকার ৪৩

কেন পর্দা-হিজাব করব? ৪৬

হিজাব পরিচিতি ৫০

পর্দার আয়াত অবতীর্ণের সময় ৫২

শারয়ি পর্দার শর্তাবলি ৫৭

হিজাবের বিধান ৬৬

চেহারা ঢেকে রাখতেই হবে? ৭৪

অধিকাংশ আলিমদের মতামত ৭৭

হিজাবের তাত্ত্বিক ও যৌক্তিক বিশ্লেষণ ৯০

আলিমগণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত ৯২

চোখের ভাষা ১০৬

নারীর মাহরাম ও নন মাহরাম ১১৩

আওরাহ : পরিচয় ও সীমারেখা ১১৭

নারীর সাজসজ্জা ১৩৯

সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে পর্দা ১৪৭

শিক্ষার জন্য হিজাব ত্যাগ বৈধ নয়.. ১৫৩
কতিপয় অজুহাত.. ১৫৭
কতিপয় সংশয় নিরসন.. ১৬৫
আমার ভ্রমণ-অভিজ্ঞতা.. ১৮১

হে আমার মেয়ে

শাইখ আলি তানতাবি রাহিমাহুল্লাহ। একাধারে তিনি ছিলেন ফকিহ, লেখক ও বিচারক। সিরিয়ার এই প্রসিদ্ধ জ্ঞানসাধক তার জীবনসায়াহ্নে দাঁড়িয়ে মেয়েদের উদ্দেশে কিছু উপদেশ দিয়েছিলেন। সেই হৃদয় নিংড়ানো কথামালা দিয়েই শুরু করছি আমাদের আলোচনা। তিনি বলেন—

হে আমার মেয়ে, আমি জীবনের পড়ন্ত বেলায় তোমার সামনে দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ঝাঁপি খুলে বসেছি। যৌবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাত এবং অনেকগুলো বসন্ত পেছনে ফেলে এসেছি। বহু জায়গায় ঘুরেছি। বিচিত্র ধরনের মানুষের সাথে চলাফেরা করেছি। দুনিয়ার বাস্তবতা থেকে লব্ধ অভিজ্ঞতার আলোকে তোমাকে বলছি—

মা আমার, আমি তোমাকে পরিষ্কার ভাষায় কিছু তিক্ত সত্য বলব। মনোযোগ দিয়ে শোনো।

একটা সময় আমরা মানুষের চারিত্রিক সংশোধন, আত্মিক উন্নয়ন এবং সমাজ সংস্কারমূলক অনেক সভা-সমাবেশ করেছি। বিভিন্ন সময়ে জনসম্মুখে সারগর্ভ বক্তব্য রেখেছি। নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছি। কিন্তু একপর্যায়ে যখন আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়লাম, তখন অত্যন্ত বিস্ময়ের সাথে লক্ষ করলাম, এত দিনের প্রচেষ্টায় আমরা তেমন কোনো সফলতা লাভ করতে পারিনি। যেসব অনাচার ও স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করছিলাম, সেগুলোর কিছুই দূর করতে পারিনি; বরং দিনদিন তা বেড়েই চলেছে। চারিত্রিক অধঃপতন ও সামাজিক অবক্ষয় আরও বিস্তৃত আকারে ছড়িয়ে পড়েছে। নগ্নতা ও বেহায়াপনার ভয়াবহ লেলিহান শিখা প্রতিটি

মুসলিম জনপদকে গ্রাস করে নিয়েছে। সমাজের সর্বস্তরে ধর্মীয় মূল্যবোধ ও আত্মসম্মান বিকিয়ে দেওয়ার নিকৃষ্ট মহড়া চলছে। সিরিয়ার মতো অঞ্চল—যেখানে নারীরা পর্দার ব্যাপারে খুব কঠোর এবং চরিত্রের ব্যাপারে অত্যন্ত যত্নশীল ছিল, সেখানেও আজ তারা নগ্নতাকে স্বাভাবিকভাবেই আপন করে নিয়েছে। অর্ধোলঙ্গ পোশাকে খুব স্বাচ্ছন্দ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এ রকম সময়ে এসে আমরা উপলব্ধি করলাম, এভাবে আমরা সফল হতে পারব না। কেন জানো? কারণ, আমরা নিজেরাই পরিবর্তনের পথে হাঁটিনি। সংশোধনের পন্থা নিয়ে ভাবিনি।

শোনো মা, এই জরাগ্রস্ত সমাজে শুদ্ধাচারের শুরু তোমাকেই করতে হবে। এই ঘোর অমানিশায় আলোর মশাল হাতে তোমাকেই এগিয়ে আসতে হবে। তুমি যদি এই নগ্ন উন্মাদনার শৃঙ্খল ভাঙতে পারো, তবেই নতুন ভোরের সূচনা হবে। আমি স্বীকার করি, পুরুষই সর্বপ্রথম অন্যায়ের পথে পা বাড়ায়। কিন্তু যদি সে তোমার সমর্থন না পায়, তাহলে কিছুতেই সফল হতে পারবে না। তোমার নমনীয়তাই তাকে পাপের দিকে প্ররোচিত করে। তোমার হাতছানি তাকে অন্যায়ের পথে প্রলুব্ধ করে। তুমি যদি চোরকে তোমার ঘরে ডাকো, তাহলে সে তো চুরি করবেই! তখন সাহায্যের জন্য চিৎকার করলে কী-ই-বা লাভ হবে!

বিশ্বাস করো মা, তুমি যদি জানতে—পুরুষের সামনে একজন নারী হিংস্র নেকড়ের সামনে ভেড়ার ন্যায়, তাহলে ভেড়া যেমন নেকড়ে দেখলে পালিয়ে যায়, তুমিও পরপুরুষের লোলুপ দৃষ্টি থেকে নিজেকে আড়াল করে নিতে। তুমি যদি বুঝতে, পুরুষের সামনে একজন নারী কতটা কামনার বস্তু, তাহলে কৃপণ যেমন তার সম্পদ আগলে রাখে, তুমিও সেভাবে তোমার ইজ্জত-আবরুর হেফাজত করতে। যদিও হিংস্র পশু শুধু শিকারের গোশত চায়; কিন্তু পরপুরুষের মূল আকর্ষণ তোমার সতীত্ব বিনষ্ট করার প্রতি। তোমার গর্বের ধন ইজ্জত-আবরু ধ্বংস করে তবেই তারা ক্ষান্ত হয়। নেকড়ে তার শিকারকে একবার হত্যা করে; কিন্তু পরপুরুষ তোমার প্রতিটি বৈশিষ্ট্যকে খুবলে খুবলে খাবে। তোমার পবিত্রতার অবগুণ্ঠন ছিন্ন করে সমস্ত মর্যাদা আর সম্মান একদম ধুলোয় মিশিয়ে দেবে। আল্লাহর কসম!

একজন লিপ্সু যুবক যখন কোনো তরুণীকে দেখে, তার কল্পনায় ওই তরুণীর নগ্ন দেহ ভাসতে থাকে। আল্লাহর রহমতে খুব অল্প মানুষ এই অবস্থা থেকে বাঁচতে পারে।

আমি তোমাকে আবারও আল্লাহর কসম করে বলি, কিছু ধোঁকাবাজ স্বার্থান্বেষী পুরুষের কথায় কান দিয়ো না। তারা বলে, তারা নাকি শুধু মেয়েদের ভদ্রতা আর শিষ্টাচার দেখে। ভাইয়ের মতো কথা বলে। বন্ধুসুলভ আচরণ করে। প্রিয়জন হিসেবে তার পাশে থাকে। আল্লাহর কসম, তারা মিথ্যা বলে। যদি তুমি আড়ালে যুবকদের কথোপকথন শুনতে, তাহলে বুঝতে, তারা তোমাকে নিয়ে কতটা ভয়ংকর আর জঘন্য কথা বলে। যদি কোনো যুবক তোমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসে, তোমার সাথে কোমল ভাষায় কথা বলে, যেচে তোমার উপকার করতে আসে, তাহলে নিশ্চিত থাকো, এটা তার লালসা চরিতার্থ করার কৌশল ছাড়া আর কিছু নয়। এখন তুমি একটু ভেবে দেখো, তার পরবর্তী আচরণ কেমন হতে পারে!

তুমি যদি তার পাতা ফাঁদে পা দিয়েই ফেলো, তাহলে হয়তো কিছু সময়ের জন্য রঙিন দুনিয়ায় ভেসে বেড়াবে বা পাপের স্বাদ উপভোগ করবে। কিন্তু তারপর তোমার জীবনে নেমে আসবে জাহান্নামের বিভীষিকা। ছেলেটি হয়তো তোমাকে ভুলে যাবে। তোমার জন্য রেখে যাবে একরাশ হতাশা, লাঞ্ছনা আর নরক-যন্ত্রণা। ওদিকে সে ঠিকই অন্য কোনো সরলা নারীর সন্ধানে নেমে পড়বে; সতীত্ব হরণের অসৎ উদ্দেশ্যে ঘুরে বেড়াবে। অথচ তোমার শরীরে লেগে থাকবে চিরস্থায়ী কলঙ্কের দাগ। এই জালিম সমাজও তার অন্যায়কে প্রশ্রয় দেবে। লোকে বলবে, যৌবনের তাড়নায় ভুল করে ফেলেছিল, এখন তো সুপথে ফিরে এসেছে। আর এদিকে তুমি! তুমি সারাটা জীবন অপমান, লাঞ্ছনা আর কলঙ্ক নিয়েই বেঁচে থাকবে।

পক্ষান্তরে তুমি যদি তখন তাকে এড়িয়ে যেতে, তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে, তাহলে সে তোমার দিকে চোখ তুলে তাকানোর সাহস করত না। মনে রেখো, তোমার সমস্ত প্রত্যাখ্যানের পরেও যদি কোনো লোলুপ তোমার দিকে হাত বাড়ায়; অথবা কথার মাধ্যমে তোমাকে উত্ত্যক্ত করার ধৃষ্টতা

হে ঈমানি কাননের কুসুমকলি!

মা তার কলিজার টুকরা মেয়েকে বলছেন—

শোনো মা, তুমি আমার চাঁদের কণা। তুমি তো আমার হীরে-মোতি-পান্না। বসন্তের আগমন যেমন শুষ্ক প্রকৃতিকে সজীব করে তোলে, তেমনই তোমার উপস্থিতি আমাকে সীমাহীন সুখের আবেশে সিক্ত করে রাখে। কিন্তু এখন তোমার অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ আমার কপালে চিন্তার ভাঁজ তৈরি করেছে। তোমার জীবনযাপনের করুণ দশা আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে। তোমার চলমান অশ্লীলতায় ডুবে যাওয়া আমার ঘুম হারাম করে দিয়েছে। তোমার উচ্ছৃঙ্খল চলাফেরা আমার হৃদয়কে চূর্ণবিচূর্ণ করে চলেছে। আমি ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারিনি, তুমি আমার মেয়ে হয়ে এমন বোকার মতো কাজ করে বসবে। যৌবনের বাঁধভাঙা স্রোতে আত্মহারা হয়ে নিজেকে শত্রুর হাতে সঁপে দেবে। উন্মত্ত ভোগের নেশায় পাপের আগুনে আত্মাহুতি দিতে যাবে। নিজের সর্বস্ব শত্রুর হাতে তুলে দিয়ে তোমার পরিবার, সমাজ ও জাতির সর্বনাশ ডেকে আনবে।

তুমি মনে হয় আমার কথায় অবাক হচ্ছো। তুমি বলতে পারো, আমি কখন আবার নিজেকে শত্রুর হাতে তুলে দিলাম? এই তো সেদিন আমি দুনিয়ার আলো-বাতাসে চোখ মেলেছি। জীবনের মর্ম বুঝতে শিখেছি। আমার মনের বাগানে কেবল কুঁড়িরা ফুল হয়ে ফুটতে শুরু করেছে। আমি কীভাবে জাতির ধ্বংসের কারণ হলাম!

তবে শোনো, বুঝিয়ে বলছি—

আমরা মুসলমান। আমাদের গৌরবময় অতীত রয়েছে। আমাদের পূর্বপুরুষরা যুগের পর যুগ বিশ্ব শাসন করেছেন। আমাদের চিরশত্রু কাফির-মুশরিক ও তাদের দোসররা কখনো মাথা তুলে তাকাবার সাহস করেনি। তবে তারা বারবার ছলচাতুরী আর কূটকৌশলের আশ্রয় নিয়েছে। সম্মুখ যুদ্ধে পেরে না উঠে পেছন থেকে ছুরি বসানোর পাঁয়তারা করেছে। তারা ভালো করেই জানে, ঢাল-তলোয়ারের যুদ্ধে তারা আমাদের সাথে জয়ী হতে পারবে না। আমাদের শক্তি, সাহস আর বীরত্ব সম্পর্কে তাদের যথেষ্ট ধারণা আছে। বিভিন্ন যুদ্ধে আল্লাহর পক্ষ থেকে আসমানি সাহায্য আর অদৃশ্য শক্তির মহড়া দেখে তাদের আত্মা শুকিয়ে গেছে। এতে তারা বুঝে গেছে, এভাবে পারা যাবে না। তাই তারা অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে মরণকামড় দিয়েছে। তাদের চিরাচরিত কূটকৌশলের আশ্রয় নিয়েছে। তারই অংশ হিসেবে আমাদের বিরুদ্ধে তারা মনস্তাত্ত্বিক লড়াই শুরু করেছে। এই মনস্তাত্ত্বিক লড়াই তথা বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসনে তারা আমাদের থেকে অনেক এগিয়ে গেছে এবং আমরা যোজন যোজন দূরে পেছনে পড়ে আছি। আফসোস, আমাদের হাজার বছরের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আজ ধসের দ্বারপ্রান্তে। আমাদের যুবসমাজ নীতি-নৈতিকতার বাঁধন ছিন্ন করে অশ্লীলতার স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছে। তরুণ প্রজন্ম এইডস, সিফিলিসসহ নানান যৌনবাহিত রোগে ধুঁকে ধুঁকে মরছে।

জানো মা, এই বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ে তাদের সবচেয়ে শক্তিশালী ও অব্যর্থ অস্ত্র কোনটি? তা হলো, একজন মুসলিম নারী। তুমি দেখবে, তারা নারী-স্বাধীনতা, নারী-মুক্তি ইত্যাদি রংচঙা কথা বলে আমাদের নারীদেরকে অসভ্যতা আর বেহাপনায় অভ্যস্ত করে তুলেছে। এই নোংরা পরিবেশের প্রভাবে মুসলিম যুবকেরা তাদের চারিত্রিক পবিত্রতা হারিয়েছে। দূরে সরে গেছে ইসলামের সুমহান আদর্শ থেকে। আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা আর ঈমানের 'নুর' তাদের অন্তরে আজ ক্ষীণ। বিপরীতে তারা মোহাবিষ্ট হয়ে পড়েছে দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী সম্পদের প্রতি। লিপ্ত হয়েছে প্রবৃত্তির পূজায়। ক্রমশ ছিন্ন হচ্ছে পারিবারিক বন্ধন। চারিত্রিক অধঃপতনের অবধারিত ফলস্বরূপ তাদের সুউচ্চ মনোবলও আজ ভেঙে গেছে। নিঃশেষ হয়ে গেছে

পাহাড়সম শক্তি। সে জায়গায় দুর্বলতা, ভীরুতা আর কাপুরুষতা স্থান করে নিয়েছে। আমার কথা বিশ্বাস না হলে তুমি রাস্তাঘাট, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে লক্ষ করো। দেখতে পাবে, মুসলিম যুবক-যুবতিদের হতোদ্যম চেহারায় হতাশার ছাপ স্পষ্ট।

তারা উন্নতি, প্রগতি আর ফ্যাশন সচেতনতার আড়ালে নানাবিধ ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে রেখেছে। তুমিও অবচেতনে তাদের হাতিয়ারে পরিণত হয়েছ। আর এ কথাটাই আমি তোমাকে বলতে চেয়েছি যে—'তুমি অজান্তেই নিজেকে নিজের শত্রুর হাতে সঁপে দিয়েছ। নিজের সর্বস্ব শত্রুর হাতে তুলে দিয়ে তোমার ক্ষতি তুমিই ডেকে এনেছ।'

আমি দুঃখিত মা, এমন কিছু বর্ণচোরা আত্মবিক্রীত মানুষের সাথে তোমাকে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য, যারা অত্যন্ত চতুর, স্বার্থান্বেষী আর ধুরন্ধর। এরা নামমাত্র মুসলিম পরিচয় বহন করে। আমাদের সাথেই ওঠাবসা করে। আমাদের সকল অনুষ্ঠানে যোগদান করে। আচার-ব্যবহারে নিজেদেরকে আমাদের খুব ঘনিষ্ঠ ও হিতাকাঙ্ক্ষী হিসেবে প্রকাশ করে। অথচ তাদের অন্তর ইসলামের প্রতি বিদ্বেষ আর কাফিরদের ভালোবাসায় পূর্ণ হয়ে আছে। তাদের মনমানসিকতা পশ্চিমা দাসত্বের নিগড়ে বন্দি। তাদের কলম থেকে কাফিরদের চিন্তাদর্শনের প্রতি আনুগত্য উপচে পড়ে। তাদের বাহ্যিক বেশভূষায় কাফিরদের অনুকরণবৃত্তি সুস্পষ্ট। তাই আল্লাহ এদেরকে দুনিয়ায় সকল কল্যাণ ও আখিরাতের সফলতা থেকে বঞ্চিত করেছেন।

কলিজার টুকরো মেয়ে আমার!

কোনো সুস্থ বিবেকসম্পন্ন মানুষ যদি বর্তমান নারীদের অবস্থা দেখে, তাহলে দুঃখে-কষ্টে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়বে। রাগে ক্রোধে তার মন বিষিয়ে উঠবে। দুনিয়ার সব জায়গায় আমাদের নারীরা শত্রুদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলেছে। পর্দাকে তারা ফ্যাশনে পরিণত করেছে। অর্ধনগ্ন পোশাককে বানিয়ে নিয়েছে নিজেদের স্বাচ্ছন্দ্য বোধের মাধ্যম। শুধু তারাই বাঁচতে পেরেছে, যাদেরকে আল্লাহ রহমতের চাদরে ঢেকে নিয়েছেন। ইসলামের ইতিহাসে কেউ কি কারুকার্যখচিত আঁটোসাঁটো পোশাকে নারীদেরকে

হিজাব-বিরোধী আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র

সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার। দরুদ ও শান্তি বর্ষিত হোক আমাদের নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর, তাঁর পরিবার ও সাহাবিগণের ওপর।

আজকের ধোঁকাবাজ, স্বার্থান্বেষী সংস্কৃতিকর্মী ও সভ্যতার ধ্বজাধারীরা আমাদেরকে প্রগতির গল্প শোনায়। অথচ এদের নির্লজ্জ মিথ্যাচার আর আদর্শিক দীনতার বীভৎস চিত্র এখন সবার সামনে স্পষ্ট। এদের মৌলিক মতাদর্শ হলো—

- সত্য-মিথ্যার মিশ্রণ ঘটিয়ে প্রকৃত বাস্তবতাকে বদলে দেওয়া।
- স্বাভাবিক রুচিবোধ বদলে দিয়ে বিকৃত মানসিকতার জন্ম দেওয়া।
- আল্লাহকে অস্বীকার করে তার বিধান পালটে দেওয়ার দুঃসাহস করা।

প্রিয় বোন আমার, আপনি তাদের কিছু প্রলাপ শুনলেই বুঝতে পারবেন কেমন কদর্য তাদের মন ও মস্তিষ্ক; যারা বলে থাকে—

জাতিগত বিদ্বেষ বা শ্রেণি-বৈষম্যের সাথে পুরুষ কর্তৃক নারী নির্যাতনের বেশ মিল রয়েছে। বৈবাহিক সম্পর্ক এবং পতিতাবৃত্তির মাঝে তেমন কোনো পার্থক্য নেই। বরং পতিতাবৃত্তি বিবাহের একটি জরুরি সম্পূরক। সুতরাং পুরুষের ঘরে একজন স্ত্রী থাকলে বাইরে তার একজন উপপত্নী থাকা উচিত।

নারী নির্যাতন একটি রাজনৈতিক সমস্যা। তাই নারীকে তার অধিকার ফিরে পেতে হলে আন্দোলন-সংগ্রামের কোনো বিকল্প নেই। তখন রাজনৈতিক নেতারা বিভিন্ন ধর্মীয় সংগঠনের সাথে মিলে নিপীড়নের বিরুদ্ধে তাদেরকে জোরালো সমর্থন দেবে।

প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশের ভাষণ

আমেরিকার (সাবেক) প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ ২৯ জানুয়ারি, ২০০২ সালে কংগ্রেসের সামনে ইহুদি-খ্রিষ্টান ইউনিয়নবিষয়ক একটি ভাষণ দেয়। যেখানে সে মুসলিম রাষ্ট্র ও আরব ভূখণ্ডগুলোতে আমেরিকার ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক পরিকল্পনা সম্পর্কে স্পষ্ট বার্তা প্রদান করে। আশ্চর্যের বিষয় হলো, আমাদের মিডিয়া এবং নীতিনির্ধারকেরা এ সম্পর্কে একেবারে বেখবর। অবশ্য আল-খলিজ পত্রিকা সেটি অনুবাদ করে ছেপেছিল। আমি পাঠকদের জন্য সেখান থেকে চুম্বকাংশ উদ্ধৃত করছি—

সম্মানিত কংগ্রেস সদস্যবৃন্দ ও আমেরিকান নাগরিকগণ, আমি অত্যন্ত গর্বের সাথে আপনাদের জানাতে চাই, শ্বেতাঙ্গ ইহুদি-খ্রিষ্টান ইউনিয়ন ও রাষ্ট্রগুলো যথেষ্ট শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছে। আজ আমেরিকান আধিপত্য, সাম্রাজ্যবাদ এবং কূটনৈতিক সাফল্য যে পর্যায়ে পৌঁছেছে, আমেরিকার ইতিহাসে তা প্রথম। বর্তমানে আমেরিকান পতাকা, সশস্ত্র বাহিনী, সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি (সিআইএ) এবং ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (এফবিআই) পৃথিবীর প্রায় একশোটিরও বেশি রাষ্ট্রে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠায় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা আমাদের দেশের সার্বভৌমত্ব এবং জনগণের নিরাপত্তার স্বার্থে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছে, এ জন্য আমরা গর্বিত।

আমি আনন্দিত যে, তালেবান তাদের অবস্থান থেকে পিছু হটেছে। আমরা কাবুলের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছি। আর উসামা বিন লাদেন ও মোল্লা ওমর হয়তো নিহত হয়েছে; অথবা আত্মগোপনে গিয়েছে। আমি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করছি, অল্প

আমার অঙ্গীকার

আমি রানি, আমি অপরাজিতা। আমার সাম্রাজ্যে যে হাত বাড়ায়, তার দর্প আমি চূর্ণ করে দিই। আমার সীমানায় যে চোখ তুলে তাকায়, তার শক্তি আমি নিঃশেষ করে দিই। কেউ যদি আমার অধিকার ক্ষুণ্ণ করতে চায়, আমি স্বমহিমায় জেগে উঠি। যখনই কেউ মিথ্যা স্বাধীনতার নামে আমাকে পুরুষের কাতারে নামাতে চায়, তৎক্ষণাৎ চক্রান্তের জাল ছিন্ন করে আমি দুর্বার আক্রোশে বের হয়ে আসি। আমি রানি, আমি হৃদয়-সিংহাসনের অধিকারিণী। আল্লাহ প্রদত্ত রাজ্যের সম্রাজ্ঞী—যে রাজ্যের চালিকাশক্তি হলো ভালোবাসা; যে রাজ্যের সার্বভৌমত্ব হলো সুখস্পর্শ—যেখানে প্রজারা পরিতুষ্ট ঈমানি সুধার মিষ্টতায়।

এই সাম্রাজ্য পেয়ে আমি অপার্থিব সুখ লাভ করেছি। প্রকৃত সৌভাগ্যের সন্ধান পেয়েছি। মিথ্যার অন্ধকার ভেদ করে রবের পথের দিশা অর্জন করেছি। সৎকাজের প্রতি আগ্রহী হয়েছি। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে ছুটে যাও, যার প্রশস্ততা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতুল্য। তা মুত্তাকিদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।'[১]

আমি রানি। আমি আমার স্বামীর চোখে স্বপ্ন হয়ে বেঁচে থাকি। তিনি হৃদয়ের সকটুকু উত্তাপ দিয়ে আমাকে আগলে রাখেন। তার রক্ত-ঘামে অর্জিত আয় আমার মুখে সযত্নে তুলে দিয়ে তৃপ্তির হাসি হাসেন। প্রচণ্ড খরতাপের সময় মৃদুমন্দ বাতাস যেমন হৃদয়-মন সিক্ত করে, তেমনই তার ভালোবাসার

---

[১] সুরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৩৩

স্নিগ্ধতা আমার হৃদয়জুড়ে অনাবিল সুখানুভূতি সৃষ্টি করে। প্রখর রোদে তার আশ্রয় শীতল ছায়ার মতো আমার যথাযোগ্য সম্মান ও সতীত্বের হেফাজত করে। আমার জন্য ব্যয় করার বিনিময়ে তাকে সাদাকার সাওয়াব দেওয়া হয়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'তুমি যা কিছু আল্লাহর সন্তুষ্টির নিমিত্তে খরচ করো, তার বিনিময়ে তোমাকে প্রতিদান দেওয়া হবে। এমনকি যে লোকমা তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে তুলে দাও, তারও (প্রতিদান পাবে)।'[1] তার গৃহে আমি স্বাচ্ছন্দ্যে রবের ইবাদত করতে পারি; রবের ভয়ে অশ্রু ঝরাতে পারি।

তার প্রেমময় কথা আর ভালোবাসার স্পর্শ আমাকে দিনরাত স্বর্গীয় আবেশে ঘিরে রাখে। আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের মহব্বতের পর তার ভালোবাসার মুগ্ধতা আমার চোখে-মুখে ছড়িয়ে থাকে। তার সন্তুষ্টিই আমার জন্য চিরসফলতার বার্তা। কেননা, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যে নারী তার স্বামীকে খুশি ও সন্তুষ্ট রেখে মারা যাবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।'[২]

আল্লাহু আকবার! এমন জীবন পেয়ে আমি দুনিয়ায় যেমন ধন্য হয়েছি, আখিরাতেও রবের ইচ্ছা ও অনুগ্রহে চিরস্থায়ী সৌভাগ্য আমার জন্য অপেক্ষা করছে। হাদিসের ভাষ্যমতে আমি জান্নাতের যেকোনো দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারব। কেননা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে সুসংবাদ দিয়ে বলেছেন, 'কোনো নারী যদি পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করে, রামাদানের সিয়াম পালন করে, তার সতীত্ব রক্ষা করে এবং (ন্যায়সংগত কাজে) স্বামীর আনুগত্য করে, তাহলে তাকে বলা হবে, তুমি জান্নাতের যেই দরজা দিয়ে ইচ্ছে প্রবেশ করতে পারো।'[৩]

আমি প্রবলভাবে বিশ্বাস করি, যারা আমার সুখের সংসার নরকে পরিণত করতে চেয়েছিল, যারা আমার রাজত্ব ছিনিয়ে নিয়ে আমাকে পথে নামাতে

[১] সহিহ বুখারি, হাদিস : ৪৪০৯; সহিহ মুসলিম, হাদিস : ১৬২৮
[২] জামিউত তিরমিজি, হাদিস : ১১৬১; সুনানু ইবনি মাজাহ, হাদিস : ১৮৫৪
[৩] ইবনু হিব্বান , হাদিস : ৪১৬৩

হিজাব পরিচিতি

হিজাবের পরিচয়

হিজাবের শাব্দিক অর্থ ঢেকে রাখা, গোপন করা। 'হিজাব' শব্দটি সকর্ম ক্রিয়া ও অকর্ম ক্রিয়া উভয়ভাবেই ব্যবহৃত হয়। যেমন বলা হয়, সে কোনো বস্তু ঢেকে রেখেছে বা নিজেকে পর্দায় আড়াল করেছে। ব্যাবহারিক অর্থে—যা কোনো বস্তুকে ঢেকে রাখে বা দুটো বস্তুর মাঝে আবরণ সৃষ্টি করে, তাকে 'হিজাব' বলা হয়। কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে যা বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তাকেও 'হিজাব' বলা হয়। এই অর্থে পর্দা, দারোয়ান, অক্ষমতা বা অবাধ্যতাকেও 'হিজাব' বলে। কেননা, উল্লিখিত প্রতিটি ব্যাপারই পরোক্ষভাবে আড়াল করা বা বাধা প্রদান করার অর্থ প্রকাশ করে। যেমন : অক্ষমতা মানুষকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে বাধা প্রদান করে। গুনাহ বা অবাধ্যতা বান্দা ও রবের মাঝে আড়াল তৈরি করে। সুতরাং এককথায় বলা যায়, দুটো জিনিসের মাঝে আবরণ সৃষ্টিকারী যেকোনো বস্তুকে 'হিজাব' বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ এই আয়াতটি দেখা যেতে পারে—আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ

'আমাদের এবং তোমার মাঝে রয়েছে এক অন্তরাল।'[১]

[১] সুরা ফুসসিলাত, আয়াত : ৫

অর্থাৎ দ্বীনের ব্যাপারে আমাদের এবং তোমার মাঝে বিশাল ব্যবধান রয়েছে। তবে ফকিহদের পরিভাষায় 'হিজাব' শব্দটি কেবল তার শাব্দিক অর্থ 'আড়াল করা' বা 'ঢেকে রাখা' অর্থেই ব্যবহৃত হয়।

খিমারের পরিচয়

'খিমার' শব্দের মূল উৎপত্তি 'আল-খামর' [الخمر] থেকে। অর্থ, ঢেকে রাখা। হাদিসে এসেছে, 'তোমরা পাত্র ঢেকে রাখো'। এখানে 'খামার' শব্দটি 'ঢেকে রাখা' অর্থে এসেছে। তবে প্রচলিত অর্থে 'খিমার' দ্বারা ওড়নাকে বোঝানো হয়। কোনো কোনো ফকিহ এভাবেও বলেছেন, যা মাথা, কান ও ঘাড় ঢেকে রাখে, তাকে 'খিমার' বলে। হিজাব ও খিমারের মাঝে পার্থক্য হলো, হিজাব মহিলাদের পুরো শরীর আবৃত করে রাখে; আর খিমার শুধু মাথা ঢাকে।

নিকাবের পরিচয়

মহিলারা যা দ্বারা নিজেদের চেহারা আড়াল করে, তাকে 'নিকাব' বলে। যেমন : বলা হয়ে থাকে—'সে নিকাব পরেছে'। অর্থাৎ সে তার চেহারা ঢেকে রেখেছে। সুতরাং 'হিজাব' শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক হলেও 'নিকাব' শুধু চেহারা ঢাকাকে বোঝায়।

চেহারা ঢেকে রাখতেই হবে?

প্রথম দলিল :

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ

'তারা যেন তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ মাথার ওড়না দ্বারা আবৃত করে।'[১]

আলিমগণ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, 'খিমার' বলা হয় এমন চাদরকে, যা দ্বারা মহিলারা তাদের মাথা ঢেকে রাখে। উল্লিখিত আয়াতে মহিলাদের মাথার ওড়না বা 'খিমার' দ্বারা বক্ষদেশ আবৃত রাখার আদেশ করা হয়েছে। এখানে পরোক্ষভাবে চেহারাও এই আদেশের অন্তর্ভুক্ত হবে।

দ্বিতীয় দলিল :

আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً

[১] সুরা নুর, আয়াত : ৩১

‘হে নবি, আপনি আপনার স্ত্রীদের, কন্যাদের ও মুমিন নারীদের বলে দিন, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের (মুখের) ওপর ঝুলিয়ে দেয়। এ পন্থায় তাদেরকে চেনা সহজতর হবে, তাদেরকে উত্ত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।’[১]

ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ মুসলিম নারীদের আদেশ করেছেন, তারা যখন কোনো প্রয়োজনে ঘর থেকে বের হবে, তখন যেন মাথাসহ পুরো চেহারা বড় চাদর দিয়ে ঢেকে নেয়।[২]

সাহাবিদের ব্যাখ্যা যেকোনো আয়াতের মর্ম অনুধাবন করতে বিশেষ ভূমিকা রাখে। পাশাপাশি তা শরিয়তের গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কেননা তারা আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপট ভালো জানতেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সান্নিধ্য ও নিবিড় পরিচর্যার বদৌলতে তারা কুরআন-সুন্নাহর জ্ঞানে বিশেষভাবে পারদর্শী হয়ে উঠেছিলেন। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে সাহাবিদের বক্তব্যকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিস হিসেবে গণ্য করা হয়। কারণ, সেখানে জোরালো সম্ভাবনা থাকে, এই ব্যাখ্যা রাসুল ছাড়া অন্য কারও পক্ষে ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। সুতরাং যিনি এই ব্যাখ্যা করেছেন, তিনি অবশ্যই এটা রাসুল থেকে শুনেছেন।

তৃতীয় দলিল :

ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ‘রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, (হজের সময়) ইহরাম পরিহিত অবস্থায় মহিলারা নিকাব পরবে না এবং হাত মোজা পরবে না।’[৩]

---

[১] সুরা আহযাব, আয়াত : ৫৯
[২] তাফসিরু ইবনি কাছির ৩/৬৩১; তাফসিরুত ত্বাবারী ২২/৮৩
[৩] সহিহ বুখারি, হাদিস : ১৮৩৮

সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে পর্দা

সোশ্যাল মিডিয়া বর্তমানে আমাদের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। নারী-পুরুষ সমানভাবে এতে যুক্ত হচ্ছে। কেউ কেউ অতিমাত্রায় সোশ্যাল মিডিয়া-নির্ভর হয়ে পড়ছে। অনেকে যেমন প্রয়োজনে এটা ব্যবহার করছে, বিনা প্রয়োজনেও ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় নষ্ট করছে অনেকে। এভাবে একটা উপকারী বিষয়ে এখন ক্ষতির মাত্রাই বরং বেশি। যেহেতু বর্তমানের বহু কাজ সোশ্যাল মিডিয়া-নির্ভর হয়ে পড়েছে—বলা যায়, অনেকটা নিরুপায় হয়েই আমাদের এটা ব্যবহার করতে হচ্ছে—তাই এর ব্যবহারে প্রত্যেককে যথেষ্ট সংযত হতে হবে। ক্ষতিকর দিকগুলো থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখতে হবে।

বিশেষ করে নারীদের জন্য সোশ্যাল মিডিয়া বেশ ঝুঁকিপূর্ণ ও বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারী নারীদের জন্য তাদের তাকওয়া ও পর্দা রক্ষা করা দিনদিন কঠিন হয়ে পড়ছে। এগুলোর আসক্তি ও অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারের কারণে অনেকের মাঝে দ্বীনদারির গুরুত্ব কমে যাচ্ছে। সুতরাং নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া নারীদের জন্য সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার না করাই উচিত (পুরুষদের জন্যও একই কথা)। কখনো প্রয়োজন হলে কোনো মাহরামের মাধ্যমে কাজ করিয়ে নেওয়া তুলনামূলক নিরাপদ। তা-ও সম্ভব না হলে দ্রুত কাজ সেরে বের হয়ে আসতে হবে। ব্যবহারের সময় অবশ্যই নিজের তাকওয়া, পবিত্রতা ও পর্দা রক্ষায় সতর্ক থাকতে হবে।